দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি সারা দেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরে (১ম-৫ম শ্রেণী) এক ও অভিন্ন বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। নিঃসন্দেহে, এ সুপারিশ আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথা সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দেশের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার দিক থেকে চিন্তা করলে প্রাথমিক স্তরে একটি অভিন্ন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম চালুর বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষাকে সুলভ ও সর্বজনীন করার জন্য অপরিহার্যই। প্রাথমিক স্তরে সরকারী-বেসরকারী, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলে যেসব শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়, সেগুলোর মধ্যে মানের দিক থেকে বৈষম্য তো আছেই, আছে শিক্ষাদানের মাধ্যমে, শিক্ষার ব্যয়সহ আরও নানান দিক থেকেই নানান বৈষম্য। এর ফলে, পাকিস্তান তথা পরাধীন আমল থেকেই সাধারণভাবে বলা হয়ে আসছে, দেশে চালু রয়েছে দুই শিক্ষানীতি বা দুই শিক্ষা ব্যবস্থা। আর, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়টিও স্বাধীনতার এই ২৬ বছর পরও সর্বাংশেও ঠিকমতো কার্যকর করা যায়নি।

যাক, এখন অনেক দেরিতে হলেও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সুপারিশে সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলের জন্য একটি শিক্ষাক্রম কাঠামো সুপারিশ করে তা অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা না হলে শিশুদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারতম্য হয়, দৃষ্টি ও মূল্যবোধে ও এটা ঐ কমিটিরই উপলব্ধি ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। ব্যাহত হয় ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া। সাবেক সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিনকে আহ্বায়ক করে গঠিত এ কমিটির সুপারিশে অবশ্য এ কথা আছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের পূর্বানুমতি নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী শিশুদের জন্য বিদেশী ভাষার মাধ্যমে স্কুল পরিচালনা করা যাবে। তাছাড়া, প্রাথমিক স্তরে বিষয় হিসাবে ইংরেজী ও ধর্মীয় ভাষা শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকবে। তার মানেই, সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্য বিধানেরই চিন্তা করা হয়েছে কমিটির সুপারিশমালায়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, '৯৭-এর গোড়ার দিকে সংসদে বিরোধী সদস্যদের বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেছিলেন, ধর্মীয় শিক্ষা দেশে ছিল, আছে এবং থাকবে। বিরোধী দল ১২ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা কি শিক্ষানীতি করেছে? কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি (১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট) যুগোপযোগী করে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হবে। বর্তমানে উল্লিখিত কমিটি মনে হয় সে রকম শিক্ষানীতির কথাই চিন্তা করেছে।

শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দের প্রশ্নটি, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রশ্নটি এই দরিদ্র দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের দাবি আগের সরকার করেছে, এ সরকারও করেছে। কিন্তু দেশের চাহিদার তুলনায় তা যে অপ্রতুলই থেকে যাচ্ছে, তা বর্তমান জাতীয় কমিটির প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য রাজস্ব খাতে সরকারী ব্যয় মোট দেশজ আয়ের মাত্র দুই দশমিক ৩ শতাংশ। এর ভিতর মোটামুটি অর্ধেক অর্থাৎ এক দশমিক এক শতাংশ ব্যয় হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। অথচ, উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে ইউনেস্কো প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট দেশজ আয়ের অন্তত পাঁচ শতাংশ ব্যয়ের সুপারিশ করেছে। তার মানে, বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যয়বরাদ্দের দাবি করেও আমরা প্রত্যাশিত বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই করছি না। জাতীয় কমিটির প্রতিবেদনে তাই আগামী তিন বছরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ মোট দেশজ আয়ের অন্তত তিন শতাংশে উন্নীত করার অর্থাৎ এখনকার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে প্রত্যাশিত ব্যয়বরাদ্দ না করা গেলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাংশে অবৈতনিক ও সর্বজনীন করার কথাটি কথার কথাই থেকে যাবে।

প্রত্যাশিত ব্যয়বরাদ্দ ও তার সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যেসব জটিল, দুরূহ ও জরুরী সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলো অবশ্যই দূর করা সম্ভব হবে। জরুরী সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ১. প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব; ২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব; সাম্প্রতিক এক তথ্যে জানা যায়, দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের ৫০ শতাংশের প্রশিক্ষণ নেই; গত ৬ বছরে সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হলেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা সে- রকম বাড়েনি; ৩. প্রাথমিক শিক্ষকরা নানা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত ও বেতনভাতায় অসন্তুষ্ট; ৪. সরকারী-এবং বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সংখ্যা ও বেতন ভাতা, দু'দিক থেকেই বিরাট বৈষম্য বিরাজ করছে; দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭১০ ও সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা এক লাখ ৬১ হাজার ৪৫৮; রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯ হাজার ৬৪৩ এবং ৭৮ হাজার ৭৩২। এ তথ্য পত্রিকান্তরের। অবশ্য, এর মাসখানিক আগে জনকণ্ঠের এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে প্রায় ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সম্ভবত এ হিসাবের মধ্যে রেজিস্টার্ড নয়, এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ধরা হয়েছে।

যা হোক, আগাগোড়াই, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অজস্র সমস্যায় কণ্টকিত। এগুলোর মধ্যে ভর্তির সুযোগ- সুবিধার সমস্যা থেকে ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, অনিয়ম, দুর্নীতি সবই রয়েছে। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষার উপকরণ নেই। উপকরণ থাকলেও ব্যবহৃত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ভবনও নেই। পাঠ্যপুস্তক অপ্রতুল। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে সরকার প্রদত্ত বই কালোবাজারে চলে যায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ বিদ্যালয়ে নেই সীমানা প্রাচীর। ফলে, বহিরাগত লোকজন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে অসামাজিক কাজকর্ম চালায়। এ বছর ৩০ আগস্টের জনকণ্ঠে দেয়া এসব তথ্য সংবলিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে ঃ শিক্ষার গুণগতমানও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি ও মনিটরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসাররা। অথচ সবচেয়ে অবহেলার শিকার হচ্ছেন তাঁরাই। আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা দূরের কথা, তাদের নিজস্ব অফিসের ব্যবস্থাই করা হয়নি।

আমাদের বিশ্বাস, দেশে বিরাজমান প্রাথমিক শিক্ষার এই সার্বিক অবস্থাই জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত জাতীয় কমিটি পর্যালোচনা করে দেখছেন। গঠিত হওয়ার এক বছর পর কমিটি তাদের প্রতিবেদনটি গত বুধবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাখিল করেছেন। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি কিংবা অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত বাস্তবভিত্তিক সুপারিশই নয়, কমিটি নিশ্চয়ই তার ৩২ দফা সুপারিশে উল্লিখিত সঠিক সমস্যাবলী যথাযথভাবে মোকাবিলার কথাই বলে থাকবে।

আমরা চাই, অতীতের সকল ব্যর্থতার অবসান ঘটিয়ে কমিটির বাস্তবভিত্তিক সুপারিশমালার ত্বরিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নত করা হোক। এ সরকার ক্ষমতায় এসেই আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। গ্রামে গ্রামে স্কুল করার কথাও ঘোষণা করেছে। দেশে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, নানান অপসংস্কৃতি ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হোক। শিক্ষার হার দীর্ঘ ২৬ বছরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, বলতে গেলে কিছুই বাড়েনি। শিক্ষার হার বৃদ্ধি ছাড়া কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করা যাবে না। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মান উন্নয়ন সে ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই সবচাইতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আশপাশের সব দেশ শিক্ষার হারের দিক থেকে আমাদের অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষাকে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেই মাত্র তারা তা করতে পেরেছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেই সাথে।